॥ নয় ॥

'গীতিকাব্য' ঃ বঙ্কিমের কবি দৃষ্টি

'বিবিধ প্রবন্ধে' সংকলিত 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধ একটি উৎকৃষ্ট সাহিত্য আলোচনা বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্লেষণী মেধা কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে তা আমরা আলোচ্য প্রবন্ধ বিশ্লেষণ করলেই বুঝতে পারি। শুধু তাই নয়, এই প্রবন্ধে বঙ্কিমের কবিদৃষ্টির সুগভীর পরিচয় আমরা লাভ করি। সাহিত্য জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ। তার নানা আঙ্গিক—কাব্য নাটক, আখ্যান কাব্য, গীতিকাব্য ইত্যাদি। এই নানা বিভাগের অন্যতম গীতিকাব্য আধুনিক কালের সৃষ্টি। কবি এখানে নিজেকে কাব্যের মধ্যে সম্পৃক্ত করেন। তাই গীতিকাব্যের পৃথক বৈশিষ্ট্য আছে।

কাব্যের পরিধি বিস্তৃত। কাব্য কাকে বলে তা অনেকে নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কারোর প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ হয়েছে কিনা সন্দেহ। দুই সমালোচকের মত এক হয়েছে বলে জানা নেই। কিন্তু কাব্যের যথার্থ লক্ষণ সম্পর্কে মতভেদ থাকলেও কাব্য যে একই পদার্থ এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কাব্য-প্রিয় ব্যক্তিমাত্রই কাব্য অনুভব করতে পারেন। এমন অনেক গ্রন্থ আছে সেগুলিকে সাধারণত আমরা কাব্য নামে চিহ্নিত করি না, তবু সেগুলি কাব্য, মহাভারত রামায়ণ ইতিহাস বলে খ্যাত হলেও এ দুটি কাব্য। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ বলে খ্যাত হলেও অংশ বিশেষে তা কাব্য। স্কটের উপন্যাসগুলিকে উৎকৃষ্ট কাব্য বলে স্বীকার করা যায়। নাটককে আমরা কাব্য মধ্যে গণ্য করি বলেই তা দৃশ্যকাব্য। ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য আলংকারিকেরা পণ্যকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। তাঁদের কথিত তিনটি শ্রেণী গ্রহণ করা যেতে পারে; যথা প্রথম দৃশ্য কাব্য নাটকাদি। দ্বিতীয়, আখ্যানকাব্য বা মহাকাব্য। রঘুবংশের মত বংশাবলীর উপাখ্যান, রামায়ণের মত ব্যক্তি বিশেষের চরিতাখ্যান, শিশুপালবধের মত ঘটনা বিশেষের বিবরণ প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। কাদম্বরী, বাসবদত্তা প্রভৃতি গদ্যকাব্য এর অন্তর্গত এবং আধুনিক উপন্যাসগুলিকে এই শ্রেণীর অন্তর্গত করা যায়। তৃতীয় পর্যায়ে আছে খণ্ডকাব্য, যেসব কাব্য উল্লিখিত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত নয় তাকেই আমরা খণ্ডকাব্য পর্যায়ে বিন্যস্ত করতে পারি। এইভাবে বঙ্কিমচন্দ্র নীতিবাচক যুক্তির মাধ্যমে গীতিকাব্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন।

উল্লিখিত তিন শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে রূপগত নানা বৈষম্য আছে। দৃশ্যকাব্য সচরাচর কথোপকথনেই রচিত হয় এবং রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়। কিন্তু কথোপকথনে গ্রন্থিত এবং রঙ্গালয়ে অভিনীত হলেই তাকে নাটকের বা দৃশ্যকাব্যের পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে এমন নয়। এমন অনেক গ্রন্থ আছে যা কথোপকথনে রচিত এবং অভিনীত হয়ে চলেছে অথচ সেগুলি নাটক বা দৃশ্যকাব্য আখ্যা পেতে পারে না, পাশ্চাত্য ভাষার এমন অনেকগুলি গ্রন্থ আছে বা কথোপকথনে গ্রন্থিত, কিন্তু সেগুলি নাটক নয়। 'Comus', 'Manfred' ও 'Faust' গ্রন্থগুলি এর উদাহরণ। অনেকে শকুন্তলা ও উত্তররামচরিত-কে নাটক বলে স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে ইংরেজী ও গ্রীক ভাষা ছাড়া কোন ভাষার প্রকৃত নাটক নেই। অন্যদিকে আবার গ্যেটে বলেছেন প্রকৃত নাটকের পক্ষে কথোপকথনে গ্রন্থন এবং অভিনয়ের উপযোগিতা নিতান্ত আবশ্যক নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, Bride ও Lammermoor-কে নাটক

Scanned by CamScanner

বললে অন্যায় হয় না। এতে বোঝা যায় যে, আখ্যানকাব্য ও নাটকের আকারে প্রণীত হতে পারে; অথবা গীতপরম্পরায় সন্নিবেশিত হয়ে গীতিকাব্যের রূপ ধারণ করতে পারে। বাংলা ভাষার এই রকম কাব্যের উদাহরণের অভাব নেই। আবার দেখা যায় খণ্ড কাব্যেও মহাকাব্যের আকারে রচিত হয়েছে।

খণ্ডকাব্যের মধ্যে একপ্রকার কাব্য প্রাধান্য লাভ করে ইউরোপে গীতিকাব্য বা Lyric নামে খ্যাত হয়েছে। গীতি মানুষের একপ্রকার স্বভাব জাত। মনের ভাব কেবল কথায় ব্যক্ত হতে পারে। কিন্তু সঙ্গীতের মাধ্যমে তা স্পষ্ট হয়। স্বরভঙ্গী ও স্বরবৈচিত্র্যের পরিণামই সঙ্গীত। মনের আবেগ প্রকাশের জন্য মানুষ তাই সঙ্গীতের আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু অর্থযুক্ত বাক্য ভিন্ন চিত্তের ভাব ব্যক্ত হয় না। অতএব সঙ্গীতের সঙ্গে বাক্যের সংযোগ আবশ্যক। সেই সংযোগের ফলে উৎপন্ন পদকে গীত বলা যায়। গীতের জন্য বাক্য বিন্যাস করার সময় দেখা যায় যে, বিশেষ নিয়মের অধীনে বাক্য বিন্যাসে গীতের পরিপাট্য হয়। সেই নিয়মের যথাযথ জ্ঞানেই ছন্দের সৃষ্টি। অতএব গীতের পরিপাট্যের জন্য দরকার স্বরচাতুর্য ও শব্দচাতুর্য। এই দুটি পৃথক পৃথক দুটি ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। দুটি ক্ষমতা একজনের সচরাচর থাকে না। যিনি সুকবি তিনি সুগায়ক—এ অতি বিরল। কাজে কাজেই একজন গীত রচনা করেন আর একজন গান করেন। এইভাবেই গীত ও গীতিকাব্যের পার্থক্য দেখা যায়। কণ্ঠে গীত হওয়াই গীতিকাব্যের উদ্দেশ্য। কিন্তু অনেক সময় রচনা কণ্ঠে গাওয়া না হলেও ছন্দের পারিপাট্যে আনন্দদায়ক এবং বিশেষ ভাবব্যঞ্জক হতে পারে। তখনই অগেয় গীতিকাব্য রচনা শুরু হল, অতএব গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই একই উদ্দেশ্য তাকেই গীতিকাব্য বলা যায়। বক্তার হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ করে যে কাব্য তাকেই বলা হয় গীতিকাব্য। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবিদের রচনা, ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরি, মাইকেল মধুসূদন দত্তের ব্রজাঙ্গনা কাব্য এবং হেমচন্দ্রের কবিতাবলী বাংলা ভাষায় অতি উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য। এই প্রবন্ধ রচনার সময় রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্য প্রকাশিত হয়নি।

আমাদের হৃদয় নানাভাবে আচ্ছন্ন হয়। শোক, দুঃখ, ভয় ইত্যাদির সব ব্যক্ত হয় না। কতকটা ব্যক্ত হয় আর কতকটা ব্যক্ত হয় না, যেটুকু ব্যক্ত হয় তা কথা ও ক্রিয়া মাধ্যমে, আর যা ব্যক্ত হয় না তা গীতিকাব্যের সামগ্রী। সেটুকু অদৃষ্ট, অন্যের অনুমানের অতীত অথচ ভাবুক ব্যক্তির রুদ্ধ হৃদয় মধ্যে উচ্ছ্বসিত, তা তাঁকে ব্যক্ত করতে হয়, মহাকাব্যে বক্তব্য ও অবক্তব্য—উভয়ই কবির অধিকারে। মহাকাব্য নাটক এবং গীতিকাব্যে এইখানে প্রভেদ। গীতিকাব্য লেখককে বাক্যের দ্বারাই হৃদয়ভাব প্রকাশ করতে হয়। নাট্যকারেরও বাক্য সহায়। কিন্তু যা বাচ্য তা নাট্যকারের অবলম্বন আর যা অবাচ্য তা গীতিকাব্যের অবলম্বন। অতএব গীতিকাব্য আত্মচিত্ত বিষয়ক—Subjective আর নাটক বা আখ্যান Objective।

উপরিলিখিত আলোচনা থেকে অতি স্পষ্ট যে, বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যের মর্মমূলে প্রবেশের অধিকার রাখেন। তাঁর প্রতিভা ও কবিদৃষ্টি স্বচ্ছ বলেই কাব্যের মূল্যানুসন্ধানে তিনি সঠিক মন্তব্য করেছেন। কাব্যের স্বরূপ নির্ণয়ে তিনি প্রকৃত কবিদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। গীতিকাব্যের প্রবন্ধের এখানেই সার্থকতা।

Scanned by CamScanner